শৌলের দ্বিতীয় কেউ ছিল না

(Saul was Unique)

১ম শমূয়েল ৯ অধ্যায় ১-২৪ পদ

সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজত্বকে অস্বীকার করে, ইজ্রায়েল অন্য জাতির সমান হবার জন্য রাজা চেয়েছিল। ঈশ্বরের সন্তান হয়েও আমরা যখন এইভাবে ইজ্রায়েলের ন্যায় অন্য জাতির সমান হবার ইচ্ছা করি, তখন আমরা ভুল করে থাকি। কারণ, ঈশ্বর সর্বদা অন্য জাতি থেকে আমাদের পৃথক করতে চান। আমরা যদি সত্যি আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা পরিষ্কার দেখতে পেতাম, তাহলে উপলব্ধি করতাম, তিনি আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ নয়, কিন্তু আমাদের জীবনকে পূর্ণ করতে চান।

যাইহোক, তাদের সেই ইচ্ছা শমূয়েলের ভালো বোধ হয়নি। আর তাই, সে ঈশ্বরের কাছে এ বিষয়ে প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর শমূয়েলেকে জানিয়েছিলেন, তাদের এই ইচ্ছার দ্বারা তারা শমূয়েলকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করেছে; তাদের এই কাজকে তিনি ঈশ্বরকে ত্যাগ করে বারংবার অন্য দেব-দেবীদের সেবা করা সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর, তাই সেদিন ঈশ্বর শমূয়েলকে তাদের কথা শুনতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি শমূয়েলের মাধ্যমে তাদেরকে আরও জানিয়েছিলেন যে, তাদের উপর সেই মানুষ-রাজা কেমন ব্যবহার করবে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের রাজা দেবার আগেই জানিয়েছিলেন যে, তাদের পছন্দের জন্য তারা নিজেরা দায়ী থাকবে; সেই পছন্দের নেতিবাচক পরিণাম তারা ভোগ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু ইজ্রায়েল নাছোড়বান্দা, তারা যে কোনও অর্থেই রাজা চায়। আর তাই, ঈশ্বর সেদিন ইজ্রায়েলের রাজা চাইবার ইচ্ছাকে সমর্থন না করলেও অনুমোদন করেছিলেন। তিনি শমূয়েলকে বলেছিলেন, ***"তুমি তাদের কথা শোন, তাদের জন্য একজনকে রাজা কর"*** (১শমূয়েল ৮:২২)।

এখন, এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর শমূয়েলের মাধ্যমে ইজ্রায়েলকে কেমন রাজা দিতে চলেছেন? তিনি শমূয়েলের মাধ্যমে রাজার বিষয় যে সমস্ত কথা বলেছেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, তিনি কি ইচ্ছা করে তাদের উপর একজন অত্যাচারী রাজাকে দেবেন (যেন তাদের উপর ঈশ্বরের রাজত্বকে অস্বীকার করার পরিণাম তারা ভোগ করে!)? তাদের উপর রাজা হবার জন্য, ঈশ্বর যাকে মনোনীত করেছেন, সে কেমন ব্যক্তি, আজ আমরা তা দেখতে চলেছি।

১। শৌল সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিল (১ পদ) *(Leading family background)*

১শমূয়েল ৯:১ পদে বলা হয়েছে, ***"আর বিন্যামীন বংশীয় এক লোক ছিল, তার নাম কীশ। সে অবীয়েলের পুত্র, সে সরোরের পুত্র, সে বখোরতের পুত্র, সে অফীহের পুত্র। কীশ একজন বিন্যামীনীয় বলবান বীর ছিল। আর শৌল নামে তার এক পুত্র ছিল।"*** এই পদে শৌলের যে বংশ পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে ১বংশাবলি ৯:৩৫-৪৪ পদে উল্লেখিত শৌলের বংশাবলির একটু পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু ইজ্রায়েলের বংশাবলির একটি বৈশিষ্ট্য হল, বংশের মূল লাইনকে রক্ষা করাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তাই একটি বা দুটি প্রজন্মের কথা উল্লেখ না করাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এই ঘটনাই এখানে ঘটেছে। এখন, ইজ্রায়েলের ১২ বংশের মধ্যে সবথেকে ছোট বিন্যামীন বংশে শৌলের জন্ম। এই বংশ থেকে ইজ্রায়েলের প্রথম রাজাকে আশা করা আমাদের পক্ষে যদিও খুব কঠিন কাজ, কিন্তু ঈশ্বর তা-ই করতে চলেছেন। তার পিতার বিষয় বলা হয়েছে, ***"কীশ একজন বিন্যামীনীয় বলবান বীর ছিল।"*** এ কথার দ্বারা তার সাহস, সৈন্য হিসাবে ক্ষমতা ও সাফল্য, এমনকী তার ঐশ্বর্যকেও নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সেই সময়কার মানুষদের মধ্যে শৌলের পিতা কীশের যথেষ্ট নাম ছিল। ৩ পদে এই কীশের কয়েকটি গর্দ্দভী হারিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। সেই সময় গর্দ্দভীদের মালিক হওয়ার অর্থ, কীশ যথেষ্ট ধনী ছিল।

২। শৌল দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল (২ পদ) *(Physically attractive)*

২ পদে বলা হয়েছে, ***"শৌল নামে তার এক পুত্র ছিল; সে সুন্দর যুবা পুরুষ; ইজ্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে তার থেকে সুন্দর কোনও পুরুষ ছিল না, এবং***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সে অন্য সমস্ত লোক থেকে এক মাথা দীর্ঘ ছিল।'' বাইবেলে যেমন যোষেফের (আদি ৩৯:৬), বা দাউদের (১শমূয়েল ১৬:১২, ১৮; ১৭:৪২), বা অবশালোমের (২শমূয়েল ১৪:২৫) শারীরিক সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে এখানে রাজা হিসাবে শৌলের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। শৌলকে এখানে যদিও যুবক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু একটু পরেই (১শমূয়েল ১৩:১-২) আমরা দেখতে পাব যে, শৌল ৩০ বৎসরে রাজা হয়, এবং তখন তার অধীনে তার পুত্র যোনাথন যুদ্ধে সৈন্যদের পরিচালনা দান করার মতো ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তাই, এখানে 'যুবক' বলতে তাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যে যুদ্ধে অংশগ্রহণে সক্ষম ছিল, পৈত্রিক উত্তরাধিকার লাভে সক্ষম ছিল, বা বিবাহের জন্য উপযুক্ত ছিল। শৌলের বিষয় আরও বলা হয়েছে যে, সে অন্যদের থেকে এক মাথা লম্বা ছিল (১০:২৩ পদে পুনরায় শৌলের উচ্চতার কথা বলা হয়েছে)। শৌলের এই বর্ণনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, রাজা হবার জন্য ইজ্রায়েলের মধ্যে শৌলের সমকক্ষ কেউই ছিল না। কিন্তু শৌলের এই দৈহিক গঠন কে দিয়েছে? গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৬ পদে দাউদ সুন্দরভাবে স্বীকার করেছে যে, মাতৃগর্ভে আমাদের দৈহিক গঠন ঈশ্বরই সাধন করেছেন। তিনি আমাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী করেছেন, কারণ তিনি আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা বিশেষ বিশেষ কাজ করতে চান। যাইহোক, ১-২ পদে শৌলের বর্ণনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ইজ্রায়েলের উপর রাজা হবার জন্য শৌল সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

৩। ক্ষুদ্র বিষয়েও শৌল বিশ্বস্ত ছিল (৩-৪ পদ) *(Faithful in small things)*

৩ পদে বলা হয়েছে, *''একবার শৌলের পিতা কীশের গর্দ্দভীগুলি হারিয়ে গেছিল, তাতে কীশ তার পুত্র শৌলকে বলল, তুমি একজন চাকর সঙ্গে নাও, ওঠ, গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করতে যাও।''* ইজ্রায়েলের যে রাজা হতে চলেছে, তার অস্ত্রবিদ্যা বা মল্লযুদ্ধের কথা বলে নয়, কিন্তু তার দ্বারা সামান্য কয়েকটি স্ত্রী-গাধার অন্বেষণের কথা বলে, শৌলকে এখানে পাঠকদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটানো হয়েছে। পিতা যখন শৌলকে (যখন তার বয়স ৩০ বৎসর) হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী-গাধার অন্বেষণ করতে বলেছিল, তখন শৌল তার পিতাকে এমন কথা বলতে পারত, *''হারিয়ে যাওয়া গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার আছে।''* কিন্তু শৌল তা বলেনি, পরিবর্তে সামান্য হলেও সেই কাজে শৌল পিতার আদেশ পালন করেছে এবং নিষ্ঠা সহকারে গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করেছে। কতখানি নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে শৌল সেই গর্দ্দভীদের খুঁজেছিল, তার বর্ণনা আমরা ৫-৬ পদে পাই, *''তাতে সে পর্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশ দিয়ে গেল; কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ পেল না। পরে তারা শালীম প্রদেশ দিয়ে গেল, সেখানেও নেই। পরে সে বিন্যামীনীয় দেশ দিয়ে গেল, কিন্তু তারা সেখানেও পেল না। পরে সূফ প্রদেশে উপস্থিত হলে . . .।''* এখানে যে সমস্ত স্থানের বর্ণনা করা হয়েছে, তার থেকে স্পষ্ট যে তারা সেই গর্দ্দভীদের খোঁজে যথেষ্ট পথ অতিক্রম করেছিল। এর জন্য তাদের ৩ দিন (২০ পদ) কেটে গেছে; ফলস্বরূপ, তারা যে খাদ্য নিয়ে বের হয়েছিল, তা-ও শেষ হয়েছে।

এখন, গাধা খোঁজার এই কাজের মধ্যে আমরা ইজ্রায়েলের ভবিষ্যৎ রাজার একটি বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পাচ্ছি। আর সেই বৈশিষ্ট্যটি হল, তার কাছে কাজের কোনও ছোট-বড় নেই। আপেক্ষিক অর্থে তা ক্ষুদ্র বা সামান্য হলেও, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে তার দায়িত্ব হল, উপযুক্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে তা পালন করা। রাজার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হলে, ক্ষুদ্র বা সামান্য কাজেও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের প্রয়োজন। আমরা যদি ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে ব্যর্থ হই, তাহলে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ব্যর্থ হব। এই কারণে যীশু তাঁর তালন্তের দৃষ্টান্তে এমন কথা বলেছেন, *''তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তুমি তোমার প্রভুর আনন্দে সহভাগী হও''* (মথি ২৫:২১, ২৩)।

জগতের দৃষ্টিতে, রাজার কাজের সঙ্গে গাধা খোঁজার কাজের কোনও তুলনাই হয় না। গাধা খোঁজার ন্যায় সাধারণ বা সামান্য কাজ আগামী রাজার সাজে না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজাদের উপর রাজত্ব করার জন্য ঈশ্বর যাকে মনোনীত করতে চলেছেন, সে জগতের নিয়মে চলতে পারে না। আর তাই, শৌল যদিও ইজ্রায়েলের রাজা হতে চলেছে, কিন্তু সে-ও ইজ্রায়েলের আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন (আম আদমি)। ২বিবরণ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

১৭:১৪-১৮ পদে, রাজা নিযুক্ত করার বিষয় মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যে আদেশ করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, রাজাকে সাধারণ প্রজাদের মধ্যে একজন হতে হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তির জাতি হিসাবে ইজ্‌রায়েল অন্য সমস্ত জাতির ন্যায় কেবল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য রাজপদকে চিন্তা করতে পারে না। চুক্তির সম্পর্ককে মেনে, রাজাকেও অন্য সমস্ত প্রজার সঙ্গে ভ্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ হতে হবে। অন্যদের ন্যায় রাজাও ঈশ্বরের মনোনীত সন্তানদের মধ্যে একজন। আর তাই, আমরা শৌলকে এখানে গাধা খুঁজতে দেখছি, আর পরে দাউদকে মেষ চরাতে দেখব।

আজ যখন আমরা বিভিন্ন পদের আকাঙ্ক্ষা করি, তখন যেন ভুলে না যাই যে, ঈশ্বর যাকে ইজ্‌রায়েলের উপর রাজা করেছিলেন, তাকে দিয়েই আবার হারানো গাধা খুঁজিয়েছিলেন। আমরা যেন কোনও কাজকেই ছোট জ্ঞান না করি; পরিবর্তে, ঈশ্বর যখন আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব দেন, তখন আমাদের উচিৎ, তা পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে পালন করা।

৪। শৌল অন্যদের জন্য চিন্তা করত (৫ পদ) *(Concern for others)*

৫ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে শূফ প্রদেশে উপস্থিত হলে, শৌল তার সঙ্গী চাকরটিকে বলল, এস, আমরা ফিরে যাই; কি জানি, আমার পিতা গর্দ্দভীদের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য চিন্তা করবেন।"*** সেই সমস্ত গর্দ্দভীর খোঁজে বের হয়ে তাদের তিন দিন (২০ পদ) কেটে গেছে; আর তাই শৌল তার পিতার মনের পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছে যে, পিতা আর গর্দ্দভীদের জন্য নয়, কিন্তু তাদের জন্যই চিন্তা করছে। তাদের কী হল, তারা কেন এখনও ফিরল না– এই চিন্তাই তাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে। আগামী দিনে যে সমস্ত ইজ্‌রায়েলীর উপর রাজত্ব করতে চলেছে, সে যদি তার প্রজাদের উপলব্ধি না করতে পারে, তাহলে সে রাজার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তাই, শৌলের মধ্যে অন্যদের উপলব্ধি করার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।

৫। শৌল অন্যদের পরামর্শে কান দিত (৬-১০ পদ) *(Listening to Others' advice)*

এইভাবে, তিন দিন ধরে বৃথা পরিশ্রম করার পর, শৌল যখন বাড়ী ফেরার কথা চিন্তা করছিল, তখন শৌলের চাকর শৌলকে একটা পরামর্শ দেয়। এখন চাকর হয়েও তার প্রভুকে পরামর্শ দেবার মতো সাহস সে কোথা থেকে পেয়েছিল? অন্যদিকে, শৌল কি সেই সামান্য চাকরের কথায় কান দেবে? ৬ পদে বলা হয়েছে, ***"সে (সেই চাকর) শৌলকে বলল, দেখুন, এই নগরে ঈশ্বরের একজন লোক আছেন; তিনি অতি সম্মানিত; তিনি যা যা বলেন, সকলই সিদ্ধ হয়; চলুন, আমরা এখন সেই স্থানে যাই; হয়তো তিনি আমাদের গন্তব্য পথ বলে দিতে পারেন।"*** চাকরের এই কথা শুনে শৌল তাকে বলতে পারত, *"তুমি একজন চাকর হয়ে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ!"* কিন্তু শৌল তা বলেনি, পরিবর্তে ১০ পদে শৌল তাকে বলেছে, ***"ভালোই বললে; চল আমরা যাই।"*** এর সঙ্গে বলা হয়েছে, ***"আর ঈশ্বরের লোক যেখানে ছিল, সেই নগরে তারা গেল।"*** আগামী দিনে যে ইজ্‌রায়েলের উপর রাজা হতে চলেছে, সে তার সামান্য দাসের কথায়ও কান দেয়, তা পরামর্শকে গ্রহণ করে। একজন রাজার মধ্যে এর থেকে বড় গুণ আর কী হতে পারে?

এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, শৌল বা তার চাকর, উভয়েই শমূয়েলের বিষয় বেশি কিছু জানত না; এমনকী, তার নাম পর্যন্ত তাদের জানা ছিল না, তাকে কেবল ***"ঈশ্বরের একজন লোক"*** বলেই তারা জানত। শমূয়েলের বিষয় শৌলের জ্ঞান এতো কম ছিল যে, শৌল তাকে একজন গণক বা জ্যোতিষী বলে মনে করেছে, যে অর্থের বিনিময়ে সেই কাজ করে থাকে। তাই, ৭ পদে শৌল সেই চাকরকে এমন কথা বলেছে, ***"কিন্তু দেখ, আমরা যদি যাই, তবে সেই ব্যক্তির কাছে কী নিয়ে যাব? আমাদের পাত্রে তো খাবার শেষ হয়েছে, ঈশ্বরের লোকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের উপহার নেই; আমাদের কাছে কী আছে?"*** শৌল যদি শমূয়েলকে কাছ থেকে চিনে থাকত, বিচারক বা ভাববাদী হিসাবে তার কাজকে কাছ থেকে উপলব্ধি করে থাকত, তাহলে সে কখনও এমন চিন্তার অধিকারী হতে পারত না। এখন, ৯ পদে লেখক যোগ করেছেন, ***"পূর্বকালে ইজ্‌রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যেতে হলে লোকে এমন কথা বলত, চল, আমরা দর্শকের কাছে যাই; কারণ সম্প্রতি যাকে ভাববাদী বলা যায়, পূর্বকালে তাকে দর্শক বলা যাইত।"*** এই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কথাকে যোগ করার দ্বারা লেখক আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, শমূয়েল অন্যদের ন্যায় একজন সাধারণ ভবিষ্যৎ-বক্তা ছিল না। যাইহোক, এর থেকে স্পষ্ট যে, শৌল শমূয়েলকে সঠিক অর্থে জানত না। আর এর থেকে এক ধাপ এগিয়ে আমরা বলতে পারি যে, শমূয়েলও ঈশ্বরের নির্দেশ পাবার পূর্বে কোনওভাবেই শৌলকে চিনত না। অর্থাৎ, শৌলকে ইজ্রায়েলের রাজা হিসাবে নিযুক্তিতে শমূয়েলের কোনও পূর্ব-ধারণা বা পক্ষপাত *(prejudice)* কাজ করেনি; ঈশ্বরই তাঁর নিজের পরিকল্পনা অনুসারে শৌলকে মনোনীত করেছেন।

আবার ৮ পদে আমরা দেখতে পাই যে, শৌলের সেই দাস নিজের অর্থ দিয়ে শৌলকে সাহায্য করতে চেয়েছে: ***"দেখুন, আমার হাতে শেকলের চতুর্থাংশ রৌপ্য আছে, আমি ঈশ্বরের লোককে এটাই দেব, আর তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন।"*** এর থেকে সেই দাসের সঙ্গে শৌল ও তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রকাশ পায়। এইভাবে, একদিকে যখন প্রভু ও দাসের মধ্যে অনমনীয় দূরত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে; এবং অন্যদিকে, দাসের পরামর্শে কান দেবার যে ইচ্ছা শৌল প্রকাশ করেছে, তা ইজ্রায়েলের উপর উপযুক্ত রাজা হবার জন্য শৌলের সম্ভাবনাকেই তুলে ধরেছে। শমূয়েল তার বক্তৃতায় ইজ্রায়েলের রাজার দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহারের যে সমস্ত তালিক দিয়েছিল, সেই সমস্ত সমস্যাকে এড়াবার জন্য যে বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ছিল, তা আমরা শৌলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। অন্যদিকে, ঈশ্বরের লোকের কাছ থেকে সমস্যার সমাধান পাবার ইচ্ছা, ঈশ্বরের বাক্য শোনার আগ্রহকেই নির্দেশ করছে। এটিও ইজ্রায়েলের রাজা হবার পক্ষে একটি বিশেষ দিক।

৬। শৌল সৌজন্যমূলক চরিত্রের অধিকারী ছিল (১১-১৪) *(Personable Character)*

১১-১৩ পদে আমরা কয়েকজন যুবতীর সঙ্গে শৌল ও তার দাসের সাক্ষাতের কথা পাই, যাদের কাছ থেকে তারা শমূয়েলের উপস্থিতির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছিল। শৌলের রাজা হবার সঙ্গে এই সমস্ত যুবতীর সাক্ষাতের কী কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে? ইজ্রায়েলের রাজপদে শৌলের অভিষেক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন থেকে এটি অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মধ্যে একটি। আর তাই, সন্ধ্যাবেলায় যুবতীদের জল সংগ্রহ করতে যাবার কথাও এখানে বলা হয়েছে। ঈশ্বরের মুক্তিকেন্দ্রীক ইতিহাসে *(Redemptive History)* শমূয়েল বা শৌলের ন্যায় অনামী এই সমস্ত যুবতী বা শৌলের সেই দাসেরও ভূমিকা বর্তমান। তারা যখন এই সমস্ত যুবতীকে দর্শক সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, তখন তারা সঠিক তথ্যের যোগান দিয়ে শমূয়েলের সঙ্গে শৌলের সাক্ষাতকে ত্বরান্বিত করেছিল: ***"হাঁ, আছেন; দেখ, তিনি তোমাদের সম্মুখে আছেন; শীঘ্র এখনই যাও, তিনি আজ নগরে এসেছেন, কারণ ঐ উচ্চস্থলীতে আজ লোকদের এক যজ্ঞ হবে . . . অতএব তোমরা এখনই গিয়ে ওঠ, এই সময় তার দেখা পাবে।"*** শৌল ও তার দাস তাদের কথা মতো কাজ করেছিল ও শমূয়েলের দেখা পেয়েছিল। আমরা ধরে নিতে পারি যে, সেই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে শৌল ও তার দাসের যে সামান্য সময়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার মধ্যে এমন সৌজন্যতা ছিল যে, তাদের কথা বিশ্বাস করে, সেই স্ত্রীলোকেরা শৌলকে সঠিক তথ্য দিয়েছিল। এর মধ্যেও আমরা শৌলের রাজা হবার পক্ষে একটি গুণকে দেখতে পাই।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে ইজ্রায়েলের উপর রাজা হবার জন্য শৌলই ছিল সবথেকে যোগ্যতম ব্যক্তি। পারিবারিক প্রেক্ষাপট, ব্যক্তিগত শারীরিক দক্ষতা, ক্ষুদ্র বা সামান্য বিষয়েও বিশ্বস্ততা, অন্যদের জন্য চিন্তা, অন্যদের পরামর্শে কান দেওয়া ও সৌজন্যমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা রাজা হিসাবে শৌলের আরও একটি বিশেষ ক্ষমতা, তথা যুদ্ধে সামনে থেকে পরিচালনা দেবার ক্ষমতাও দেখব। এর থেকে পরিষ্কার যে, ইজ্রায়েলের রাজা চাওয়াকে ঈশ্বর সমর্থন না করলেও অনুমোদন করায়, তাদের ভুলের মাসুল যেন তারা ভোগ করে, এই কারণে ঈশ্বর ইচ্ছাকরে তাদেরকে একজন অত্যাচারী রাজা দিয়েছেন– এমন চিন্তা, ঠিক নয়। পরিবর্তে, আমরা শৌলের যে বর্ণনা পেয়েছি, তার থেকে স্পষ্ট যে, ইজ্রায়েলের উপর রাজা হবার জন্য সত্যই তার থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি আর কেউ ছিল না (২ পদ)। কিন্তু রাজা হবার পর শৌল কতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ক্রমশ ধরে থাকবে, তা সময়ই বলবে! প্রভু আমাদের উপযুক্ত করে গড়েছেন এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তিনি আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু আমরা কি তাঁর প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com